প্রসঙ্গ বুয়েট

সাধারণ ছাত্রছাত্রীর মতামত

লিখেছেন **জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল**

৮৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী বুয়েটে সনির জীবন কেড়ে নেয়া ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে

'আমার ক্লাসে একটি রোল নম্বর থাকবে অথচ সেই মেয়েটি থাকবে না এর জন্য যে রাজনীতি দায়ী সেই রাজনীতি আমরা ঘৃণা করি।' প্রচন্ড আক্রোশ আর চাপা ক্ষোভ নিয়ে কথাটি বললেন সনির এক সহপাঠি। টেন্ডারবাজি নিয়ে একদল ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয় সনি। মেধাবী সনির মৃত্যু ছাত্র রাজনীতিকে আজ সমগ্র জাতির সামনে কাঠগড়ায় দাড় করিয়েছে। ছাত্র রাজনীতি কি তবে নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিৎ? এই প্রশ্ন নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ এর পক্ষ থেকে বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি বিষয়ক একটি জরিপের আয়োজন করা হয়। জরিপে ৮৫% ছাত্র মনে করেন বর্তমান চলমান ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া উচিৎ। 'বুয়েটে ছাত্ররাজনীতির কোন প্রয়োজন নেই' বললেন যন্ত্রপ্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্র। আর তার কথায় প্রতিফলন দেখা গেছে প্রতিটি সাধারন ছাত্রছাত্রীর মাঝে।

আমাদের ছাত্ররাজনীতির রয়েছে গৌরবময় অতীত। ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গন অভ্যুত্থান, স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বৈরাচার নিপাত যাক আন্দোলনে ছাত্ররাজনীতির ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। তাই অদূর ভবিষ্যতে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিলে দেশের দুর্দিনে এর কোন নেতিবাচক প্রভাব কি পড়তে পারে? জরিপে ৬০% এর অভিমত হলো কোন প্রভাবই পড়বে না। কেননা সেই ধারার রাজনীতি বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোনভাবেই সম্ভব নয়। কিছুদিন আগে বুয়েটের সামনে পলাশীর মোড়ে বাস চাপা পড়ে মারা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুনী। তখন নিরাপদ সড়কের দাবীতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছিল কিন্তু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাই। ফলশ্রুতিতে ঐ রাস্তায় এখন ভারী যানবাহন চলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা কিন্তু এগিয়ে আসেনি সেদিন। ঠিক একই ভাবে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেঞ্চুরি মানিক এর বিরুদ্ধে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতের অন্ধকারে গাছ কাটার প্রতিবাদে এগিয়ে গেছে কেবল এবং কেবলমাত্র সাধারন ছাত্র ছাত্রীরা। তাই ভবিষ্যতে যেকোন বিরুপ পরিস্থিতিতে ও দেশের প্রয়োজনে নিঃস্বার্থভাবে একতাবদ্ধ হবে ছাত্রছাত্রীরা এবং সেজন্য প্রয়োজন নেই চলমান রাজনীতির চালু কোন নেতার নেতৃত্ব। পুরকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্রী বেশ ক্ষোভের সাথেই বললেন, 'অতীতে আমাদের দেশে পীরমুরিদের লাশ নিয়ে ব্যবসা করতো তার পরের সাত প্রজন্ম আর এখন প্রধান দুই ধারার রাজনীতিতেও যুক্ত হয়েছে সেই একই লাশের রাজনীতি। এই লাশের রাজনীতিতে পিষ্ঠ হয়ে সাধারণ মেধাবী তরুণরা লাশ হয়ে ফিরে যাবে তা কোনমতে সহ্য করা হবে না।' কেমিকৌশলের একই বর্ষের একজন ছাত্র মন্তব্য করেন, 'বুয়েটের সংবিধান মূল দলের লেজুড় ছাত্র সংগঠনকে রাজনীতি করার অনুমতি দেয় না। অর্থাৎ বুয়েটে হাসিনা-

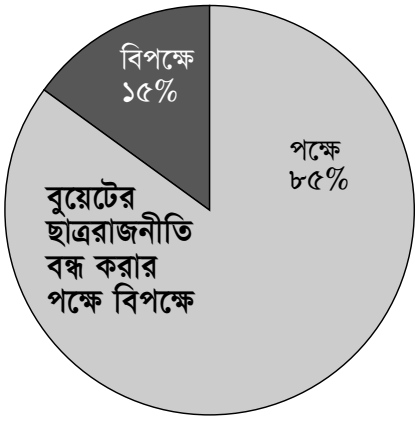

খালেদা-এরশাদের নামে মিছিল করাই বেআইনী। বুয়েট প্রশাসন কি তাদের সংবিধান খুলে দেখেছে? বুয়েট তার সংবিধান মেনে চললে নিরপরাধ সনিকে এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হতো না, দস্যুবৃত্তির ছাত্র রাজনীতির কাছে।' বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার জন্য আইনের দরকার নেই। বুয়েটের সংবিধানই যথেষ্ট।

সন্ত্রাসমুক্ত এবং সুস্থ ধারার রাজনীতির মডেল হিসেবে একসময় রীতিমতো গর্ব করতো বুয়েট। অথচ সনির মৃত্যুও পারেনি ক্যাম্পাসের প্রধান দুই দলকে এক প্লাটফর্মে দাড়িয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। আর এখানেই চলমান ছাত্ররাজনীতির ব্যর্থতা। মূল স্রোতধারার রাজনীতির অশুভ প্রভাব ছাত্ররাজনীতিকে জড়িয়ে আছে আষ্টেপৃষ্টে। আর এই থেকে মুক্ত হয়ে ছাত্রনেতারা কেবল ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে স্বাধীন ভাবে কাজ করে যাবে এটি এখন শুধুমাত্র স্বপ্নবিলাস। ছাত্রনেতাদের কাজ কি? পরীক্ষার আগে ভাংচুর, কারনে অকারণে গেট লক,ক্যাফেতে বাকি খাওয়া আর লেফাফাদুরস্ত হয়ে চলাফেরা করা।' বললেন কেমিকৌশলের তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্র। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দিলেই ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে যাবে বলে মনে করেন প্রায় ৬০% ছাত্র। ১৫% ছাত্র মানতে রাজী নন যে গুটি কয়েক ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীর কারনে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তাদের মতে প্রয়োজনে ছাত্ররাজনীতিকে ঢেলে সাজানো যেতে পারে। তাদের যুক্তি হলো বর্তমান দেশীয় প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দুরবস্থার কারণ মেধাবী এবং সৎ মানুষদের রাজনীতিতে অনুপস্থিতিতি। কিন্তু ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দিলে রাজনীতিতে যে আশা ছিল তা ও যাবে। কেননা সেক্ষেত্রে টাকার জোড়ে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বোধ বুদ্ধিহীন কিছু লোক দেশের কর্তাব্যাক্তি হয়ে পড়বেন। তাই ছাত্র রাজনীতি একেবারেই বন্ধ না করে সন্ত্রাসমুক্ত ছাত্র রাজনীতি গড়তে পারলে আখেরে আমাদেরই লাভ হবে বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার এই যুক্তির বিপরীতে অনেকেই বলেছেন, আজকের ছাত্র নেতাই টেণ্ডার আর সন্ত্রাসের মাধ্যমে আগামী দিনের বিশিষ্ট নেতা হবেন। এরপর নেতা থেকে এমপি, মন্ত্রী। অর্থ সন্ত্রাস ছাড়া রাজনীতির উচ্চভিলাস অসম্ভব। কাজেই সন্ত্রাসমুক্ত ছাত্র রাজনীতিই ভবিষ্যতে যোগ্য নেতা তৈরি করবে এ কথাটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অমূলক। কিন্তু সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে যখন ছাত্ররা টেন্ডার নিয়ে পেশাদার সন্ত্রাসীদের মতো অস্ত্রবাজি করে তখন সমস্ত জাতির মাথা লজ্জায় নুইয়ে আসে। ছাত্র রাজনীতি কেবল এখন ক্ষমতার উৎস নয় অঢেল অর্থের ও সহজ পথ। এমন ছাত্রনেতারা ভবিষ্যতে দেশের নেতা হলে দেশের সর্বনাশ ছাড়া অন্য কিছু বয়ে আনবে না। তাই অধিকাংশ ছাত্র চান এই দুষিত রাজনীতি চিরতরে বন্ধ করে দিতে।

গত ইউকসু নির্বাচনে বুয়েটের নজরুল ইসলাম হল থেকে পূর্ণপ্যানেলে স্বতন্ত্র নিবার্চিত হয়। এটি প্রমান করে যে সাধারণ ছাত্ররা মূল রাজনীতি ধারার ব্যাতিক্রম কিছু চাইছে। রাত হলেই সাত আটজন মিলে হলে হলে বজ্রকণ্ঠে কারণে অকারণে 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই' অথবা 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' মিছিল করতে থাকে। এমন ধারার রাজনীতি চাননা বুয়েটের কেউই।

সনি মারা গেছে, তাকে ফিরিয়ে আনা যাবেনা। সুন্দর এই পৃথিবীকে ঘিরে স্বপ্নীল ছিল তার জগৎ। প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন ছিল তার বুকে। অথচ তাকে মরতে হলো তারই প্রিয় ছোট্ট সুরক্ষিত ক্যাম্পাসে। কি দেখেছিল সে মৃত্যুর আগে? লুঙ্গি পড়া কুৎসিত চেহারার একদল ছাত্র যাদের চোখেমুখে ছিল লোভ আর ক্ষমতার দম্ভ ছুটে বেড়াচ্ছে বৈধ রাজনীতির অবৈধ অস্ত্র হাতে। যে রাজনীতি নিষ্পাপ সনিদের হত্যার কারণ হয় সে রাজনীতি কোনমতেই কাম্য নয়।

বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের মতামত

- জরিপে অংশ নিয়েছেন মোট ৩৫০ জন
- এদের মধ্যে বুয়েটে ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত ৫%
- বুয়েটের ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে ধারণা : ভালো ৪% মোটামোটি ২৮% খুব খারাপ ৬৮%
- বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে ৮৫% বিপক্ষে ১৫%
- ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিলে ভবিষ্যতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে : এমনটি ভাবেন ৪০% ।
- ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করলেই ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত হবে : পক্ষে ৬০% বিপক্ষে ৪০%
- ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বাধীন ও লেজুরবৃত্তিহীন ছাত্ররাজনীতি চান ৬৮% ।
- বুয়েটের মোট ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা নিতান্তই কম। বুয়েট বন্ধ থাকায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে জরিপ সম্ভব হয়নি। সাপ্তাহিক ২০০০ আগামীতে আরও বড় পরিসরে একই বিষয়ে একটি জরিপ চালাবে। যেখানে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ থাকবে। এজন্য নীচের একটি জরিপ ফরম রয়েছে। ফরমটি কেটে আগস্টের ১৫ তারিখের মধ্যে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

'সাপ্তাহিক ২০০০' ছাত্ররাজনীতি বিষয়ক জরিপ ফরম

নাম .... **পেশা** ....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম .... **ঠিকানা** ....

১। ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত - ক. হ্যাঁ ☐ খ. না ☐

২। বুয়েটের ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি - ক. ভালো ☐ খ. মোটামুটি ☐ গ. খুব খারাপ ☐

৩। বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন - ক. পক্ষে ☐ খ. বিপক্ষে ☐

৪। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিলে - ক. ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ☐ খ. নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ☐

৫। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করলেই - ক. ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত হবে ☐ খ. হবে না ☐

৬। মূল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা না রেখে, ছাত্র নেতারা যদি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে রকম ছাত্র রাজনীতি - ক. চান ☐ খ. চান না ☐ গ. ছাত্র রাজনীতির কোনো প্রয়োজন নেই। ☐

আমরা জরিপ করেছি। জরিপে যে ফলাফল এসেছে সেটাই উল্লেখ করেছি রিপোর্টে। তবে এ বিষয়ে আমরা আপনার মতামত চাই। ওপরের অংশটি পূরণ করে কেটে পাঠান। পরবর্তীতে আমরা আপনাদের পাঠানো মতামতের ওপর তৈরি ফলাফল পত্রিকায় রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করবো। বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক অংশগ্রহণ করতে পারবে।

পাঠানোর শেষ তারিখ : **১৫ আগস্ট, ২০০২২২**

পাঠাবার ঠিকানা : **ছাত্ররাজনীতি বিষয়ক জরিপ**

সাপ্তাহিক ২০০০, ২৮/২০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা ১০০০